ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

JUL 27

### মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে হামলার নিন্দায় মহিলা পরিষদ

# পুলিশের এই ভূমিকা ধর্ষক ও যৌন নিপীড়কদের আরো উৎসাহ জোগাবে

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলেছে, মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের বর্বর নির্যাতন গণতান্ত্রিক সকল রীতিনীতির চরম লঙ্ঘন। পুলিশের এ ভূমিকা জোট সরকারের অধীনে ধর্ষক ও যৌন নিপীড়কদের আরো উৎসাহ জোগাবে।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদ এ প্রতিক্রিয়া জানায়। পরিষদ আজ শনিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছে।

২৩ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম, চিত্রা ভট্টাচার্য, সেলিনা খালেক, ডা. মালেকা বানু প্রমুখ। প্রতিবাদ বক্তব্য পাঠ করেন রেখা চৌধুরী।

বক্তারা বলেন, পুলিশের ভূমিকা হলো সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সেই পুলিশ যখন নিরাপত্তা ভঙ্গ করে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন নারীর ওপর আক্রমণকারী ধর্ষক, এসিড নিক্ষেপকারী, যৌতুকলোভী পুরুষরা উৎসাহিত হবে না কেন?

তারা বলেন, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ ব্যতীত গত ৫০ বছরে ছাত্রীহলে প্রবেশ করে পুলিশের বর্বর হামলা চালানোর এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। পার্থক্য হলো তখন ছিল যুদ্ধবাজ, স্বৈরাচার পাক হানাদারদের আক্রমণ আর এখন ক্ষমতায় রয়েছে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

## পুলিশের এই ভূমিকা ধর্ষক ও যৌন

● শেষের পাতার পর

মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, মেজরিটির ভিত্তিতে এ কেমন গণতান্ত্রিক সরকার, কেমন সভ্য সমাজ? তারা বলেন, এখন পর্যন্ত ওই হলের ছাত্রীদের ওপর যে হয়রানি এ হুমকি চলছে ও অমানবিক ও তীব্র নিন্দার।

অবিলম্বে সংঘটিত পুলিশি আক্রমণের সঙ্গে জড়িত সকল দোষী ব্যক্তির বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে মহিলা পরিষদ নেত্রীরা বলেন, জাতির জন্য চরম অপমানকর, লজ্জাজনক এ ঘটনার বিচার না করলে এ সরকারকে তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হবে।